

প্রদত্ত পঞ্চবিংশতি



# ଅମର-ମଞ୍ଜରୀ

ଡ° ଅନୁରାଗ

ସାହିତ୍ୟଲୋକ  
୩୨/୧ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ଟ୍ରୀଟ । କଲିକତା-୬

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৫, জাম্বুয়ারি ১২৪৮

প্রচ্ছদ : মৌলিনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ  
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট । কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ  
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যান্ক লেন । কলিকাতা-৬

## প্রসঙ্গ-সূচী

- প্রথম বিদ্রোহী নারী / ২  
বিদ্রোহী বাঙালী / ১৪  
বারাকপুরের দুই বিদ্রোহ / ২১  
বঙ্কিমের আনন্দমঠ প্রসঙ্গে / ২৫  
বাঙালীর ‘আঙ্কল টমস্ কেবিন’ / ৩০  
সম্রাট অশোক ও হালির ধূমকেতু / ৩৩  
কলকাতার লোকজন / ৩৮  
ইতিহাসে বিপর্যস্ত কলকাতা / ৪৪  
কলকাতার শেষ পাঠশালা / ৪৯  
কলকাতার বইপাড়া / ৫৫  
কলকাতায় রামমোহন / ৬২  
এক শিল্প ভুবনের স্রষ্টা / ৭২  
সেবেরস্তাদার থেকে আদর্শ জমিদার / ৭৫  
সদজ্ঞান, সৎচিন্তা, সৎসাধনার একজন মানুষ / ৭৮  
বন্ধুর পথের যাত্রি—সংবাদপত্র / ৮১  
কর্ম উদ্যোগে গীতার শিক্ষা / ৯০  
অমর কবি কৃত্তিবাস / ৯৩  
শরৎচন্দ্র বসুর স্মৃতি / ৯৭  
রথের গৌরব আর নেই / ১০১  
মহিষমর্দিনীর ঠিকুজী / ১০৪  
দুর্গাপূজার উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রচলন / ১০৯  
পূজোর দিনগুলো : তখন আর এখন / ১১৩  
ইতিহাসে রাজা রাধাকান্ত দেব / ১১৭  
সরস্বতী পূজা কত প্রাচীন ? / ১১৯  
বাঙলার গাজন উৎসব / ১২৩  
নারোয়ারী প্রসঙ্গে / ১২৭



## প্রথম বিদ্রোহী নারী

শান্তি-বোয়ে বচসা। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেকার ঘটনা। বোম্বাইগৃহ ভাগ করে এসে শহরের এক বাড়ির চিলে-কোঠার আশ্রয় নিয়েছে। শান্তি ঠাকরুন এসেছেন বোম্বাকে তিরস্কার করতে। বোম্বের কথা শুনে তিনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। শান্তি-বোয়ে সেই শেষ দেখাদেখি। এর পর জীবনে আর কোনদিন কেউ কারুর মুখ দেখেনি।

সালটা হচ্ছে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ। শান্তি ঠাকরুন শিঁড়ি বেয়ে, হন হন করে ওপরে উঠে এলেন, চিলে কোঠার দরজার সামনে। হাঁপিয়ে পড়েছেন। একটু বিশ্রাম করে নিয়ে চিলে কোঠার দরজায় দিলেন টোকা। টোকায় শব্দ শুনে বোম্বা দিলেন দরজা খুলে। বোম্বার বেশ দেখে তিনি চমকে উঠলেন। পুরুষালী বেশ। পরনে পুরুষের ট্রাউজার ও পায়ে পুরুষের বুট জুতা। বোম্বার চোখে-মুখে বলসে পড়ছে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের আগুন।

শান্তি ঠাকরুন বোম্বাকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘বোম্বা, তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে এখানে এসে বাস করছ কেন?’

উত্তর এল—‘আমার স্বামী এটাই পছন্দ করেন। তার পক্ষে এটাই সুবিধাজনক ব্যবস্থা।’

শান্তি ঠাকরুন আবার শুধালেন—‘বোম্বা, শুনিছ তুমি নাকি একখানা বই লিখছ, এবং শীঘ্রই সেটা ছাপাবে?’

‘হ্যাঁ, মা, আপনি ঠিকই শুনেছেন।’

‘তবে তোমায় কিন্তু আমি বলে রাখছি, দেখ, বইয়ের মলাটের ওপর আমাদের পরিবারের নাম ছেপে, আমাদের পরিবারের সন্মান ও মর্যাদা নষ্ট কর না।’

‘মোর্টেই না, সেটা আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না, আমি আমার নিজের স্বকীয় নাম উদ্ভাবন করে নেব।’

এই নারীই হচ্ছে জগতের প্রথম বিদ্রোহী নারী। নারীজাতির স্বাধীনতার জগ্ন ইনিই প্রথম মুক্তির বাণী তুলেছিলেন।

সেই ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দেই তিনি বের করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। মলাটের